মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৭৬১

পর্ব-১২: ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) (كتاب البيوع)

পরিচ্ছেদঃ ১. প্রথম অনুচ্ছেদ - উপার্জন করা এবং হালাল রুযী অবলম্বনের উপায় সন্ধান করা

بَابُ الْكَسْبِ وَطَلَبِ الْحَلَالِ

আরবী

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أم من الْحَرَام» . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

বাংলা

২৭৬১-[৩] উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের সামনে এমন একটি যুগ আসবে, যখন কেউ কি উপায়ে ধন-সম্পদ উপার্জন করলো, হারাম না হালাল উপায়ে- এ ব্যাপারে কেউ কোনো প্রকার পরোয়া করবে না। (বুখারী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ২০৫৯, নাসায়ী ৪৪৫৪, সহীহ আল জামি‘ ৮০০৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৭২২।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ) “ঐ যুগের লোক এটা ভ্রূক্ষেপ করবে না সে কি হালাল মাল গ্রহণ করল নাকি হারাম মাল গ্রহণ করল।” অর্থাৎ তার উপার্জন হালাল পন্থায় হলো নাকি হারাম পন্থায় হলো মোটেই তা পরোয়া করবে না। ইবনুত্ তীন বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্য দ্বারা মালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেনঃ এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সম্পদ অর্জন করা। কিন্তু এ অর্জন হারাম পন্থায় হলো নাকি হারাম পন্থায় হলো তা সে পরোয়া করবে না। তার নিকট হালাল হারামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টাই তার নিকট সমান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পার্থক্য না করাকেই তিরস্কার করেছেন। নচেৎ হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা দোষণীয় বিষয় নয়, বরং তা কাম্য। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খন্ড, হাঃ ২০৫৯)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68088

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন